জাতির পিতা
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মশতবার্ষিকী ও
স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে

স্মরণীকা

নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর

আমি রোগী হয়ে দেখেছি, ঘুরে দেখেছি। আমাদের নার্সিং যেন আমাদের সমাজের জন্য একটি অসম্মানজনক পেশা। আমি বুঝতে পারিনা এ সমাজ কি করে বাঁচবে। একটা মেয়ে দেশের খাতিরে নার্সের কাজ করছে,তার সম্মান হবেনা আর ভালো কাপড় চোপড় পরে যারা ঘুরে বেড়াবে তার সম্মান হবে অনেক উচ্চে, চেয়ার খানা তাকেই দেয়া হবে। এরও একটা মান থাকতে হবে। আমি ডাক্তার সাহেবদের সাথে পরামর্শ করেছিলাম যে, আপনারা আমাকে একটা প্লান দেন যাতে আই এ পাশ এবং গ্রাজুয়েট মেয়েরা এখানে আসতে পারে।

-বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

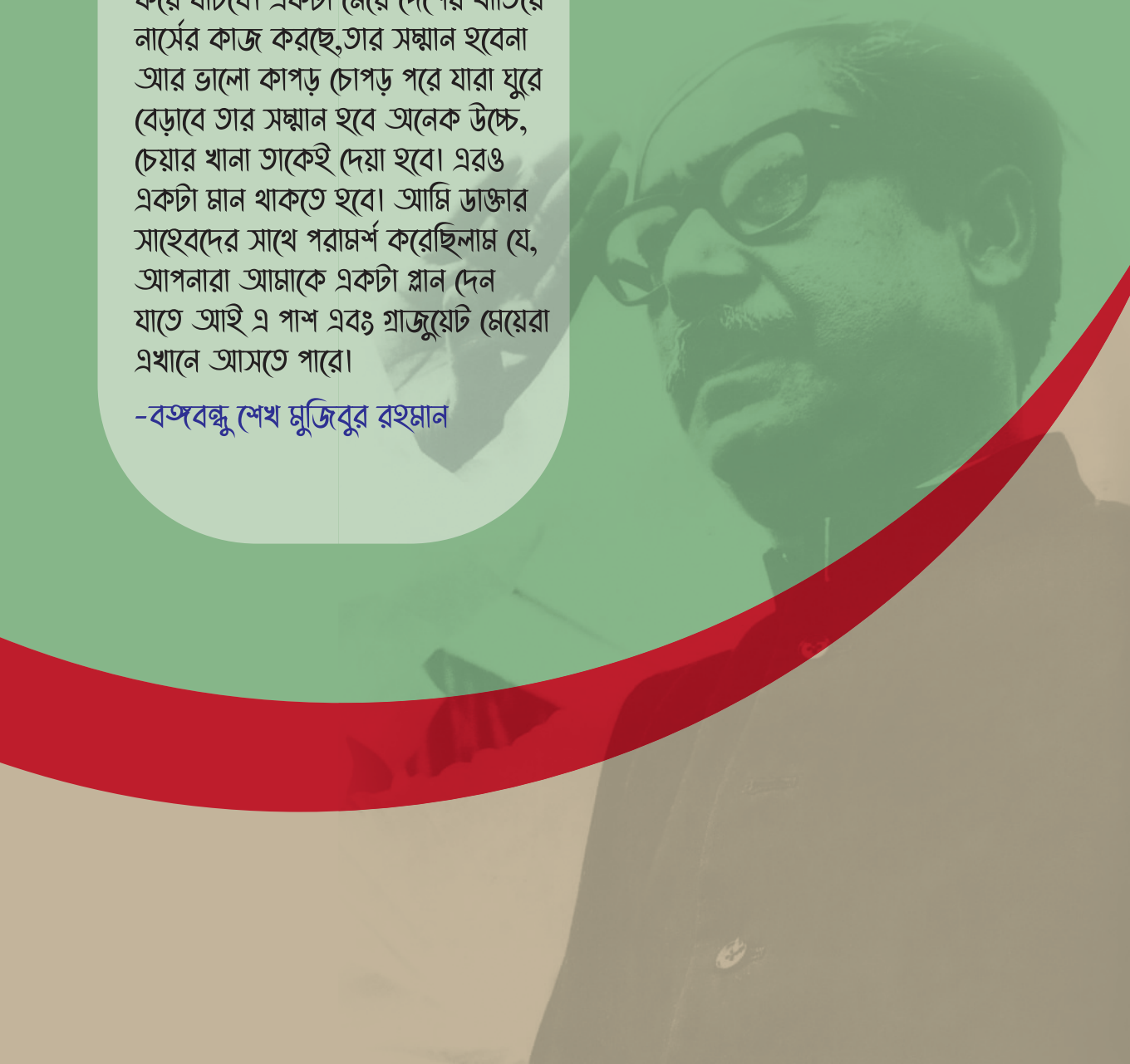

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা ও বাংলাদেশে নার্সিং পেশার অগ্রযাত্রা

সিদ্দিকা আক্তার
(অতিরিক্ত সচিব)
মহাপরিচালক
নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর

বহু বছরের পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে বাঙালি জাতিকে মুক্তির স্বাদ দিয়েছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বাংলাদেশের স্বাধীনতার এই মহানায়ক ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। 'খোকা' নামের সেই সুর্য সন্তান পরবর্তীতে হয়ে ওঠেন নির্যাতিত-নিপীড়িত বাঙালি জাতির মুক্তির দিশারী। গভীর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, আত্মত্যাগ ও জনগণের প্রতি অসাধারণ মমত্ববোধের কারণে তিনি হয়ে ওঠেন বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা। বঙ্গবন্ধুর সাহসী, দৃঢ়চেতা, আপসহীন নেতৃত্ব ও বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামে অনুপ্রাণিত হয়ে জেগে ওঠে শত বছরের নির্যাতিত-নিপীড়িত পরাধীন বাঙালি জাতি। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, '৫৪-এর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, '৬২-এর শিক্ষা আন্দোলন, '৬৬-এর ছয়দফা আন্দোলন, '৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান পেরিয়ে '৭০ সালের ঐতিহাসিক নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি জাতির মুক্তির কান্ডারি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন।

মার্চ মাস বাঙালি জাতির জন্য গৌরবোজ্জ্বল তথা কষ্টের ইতিহাসের মাস। এই মার্চে বাংলার বুক আলো করে জন্মেছিলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৭১ সালের এই মার্চের ৭ তারিখে রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা তথা জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের ঘোষণা দেন। আবার এই মার্চের ২৫ তারিখ রাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী নিরীহ-নিরস্ত্র বাঙালির ওপর চালায় নির্মম হত্যাযজ্ঞ, বঙ্গবন্ধুকে করে গ্রেফতার। ২৬শে মার্চ বাঙালি জাতির জীবনে অনন্যসাধারণ একটি দিন, মহান স্বাধীনতা দিবস। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি জাতিকে মুক্তির অদম্য স্পৃহায় উদ্বুদ্ধ করে স্বাধীনতার চূড়ান্ত সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ করে তোলেন। ৯ মাসব্যাপী রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র যুদ্ধের মধ্য দিয়ে ৩০ লাখ শহীদের আত্মদান ও দুই লাখ মা-বোনের সম্ভ্রমহানির বিনিময়ে অর্জিত হয় মহান স্বাধীনতা। বঙ্গবন্ধুর সুদূরপ্রসারী ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বিশ্ব মানচিত্রে অভ্যুদয় ঘটে স্বাধীন বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের।

২০২১ সালে আমরা স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পালন করছি এবং এরই সাথে উদযাপন করছি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী। বাঙালি জাতি হিসেবে আমাদের জন্য এটা অত্যন্ত আনন্দের ও গৌরবের।

স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের স্বাস্থ্য সেবা ব্যাবস্থা ছিল অত্যন্ত নাজুক। বঙ্গবন্ধুর হাতেই বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়নের মূল ভিত্তি রচিত হয়েছে। স্বাস্থ্য খাতের মতো জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির কথা ভেবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কোনো বিলম্ব না করে দেশের বৃহত্তর স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য স্বাস্থ্য সেবা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে জাতীয়করণ করেন। জনগণের স্বাস্থ্য সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে তিনি গড়ে তোলেন একের পর এক স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠান। স্বাস্থ্যকে সংবিধানের মূল অধিকারের অংশ হিসেবে সংযোজন, প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় স্বাস্থ্যকে গুরুত্বদান, গ্রামীণ স্বাস্থ্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠাসহ বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন তিনি। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশের নার্সিং ও মিডওয়াইফারি পেশাকে বিশ্বমানের করে গড়ে তুলতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারি চাকুরীতে নার্সদের ২য় শ্রেণীর পদমর্যাদা প্রদান করেন

এবং পূর্বতন সেবা পরিদপ্তরকে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরে উন্নীত করেন। বাংলাদেশের জনগণের জন্য উন্নত স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বর্তমান সরকারের গৃহিত পদক্ষেপগুলো বাস্তবায়নের জন্য নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনবল তৈরি ও পদায়নের মাধ্যমে দেশের জনগণের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণে এবং সুস্থ ও নিরোগ জাতি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখছে। ২০২০ সালে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি খাতে ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। জনগণের জন্য উন্নত নার্সিং ও মিডওয়াইফারি সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। সরকার কর্তৃক গৃহিত পরিকল্পনা ও নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, অধিদপ্তরের বিভিন্ন নীতিমালা, কৌশলপত্র প্রস্তুতি ও বাস্তবায়ন, অর্গানোগ্রাম ও নিয়োগবিধি প্রস্তুতিসহ অন্যান্য বিধিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। স্বাস্থ্য সেবা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত নার্সগণের চাকুরী স্থায়িকরণ, বহুল প্রতীক্ষিত সিলেকশন গ্রেড প্রদান, যোগ্য নার্স শিক্ষক পদায়নের লক্ষ্যে পরীক্ষা গ্রহণ, নতুন নার্সিং কলেজ স্থাপন, নার্স ও মিডওয়াইফদের নতুন পদ সৃজনসহ বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে। বৈশ্বিক করোনা মহামারী মোকাবেলায় বাংলাদেশের সফলতা বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হয়েছে। কোভিড -১৯ এর এই মহাদুর্যোগের মধ্যেও আমাদের নার্স ও মিডওয়াইফগণ নির্ভীক সৈনিকের মত সাহসিকতার সাথে জনগণের স্বাস্থ্য সেবায় নিজেদের নিয়োজিত রেখেছেন যা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবিদার। ঝুঁকিপূর্ণ এই দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে ইতোমধ্যে আমরা ১৯ জন নার্সকে হারিয়েছি। এছাড়াও করোনা আক্রান্ত রোগীর সেবা প্রদান করতে গিয়ে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন অনেক নার্স ও মিডওয়াইফ।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সারাজীবন বাংলার মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রাম করেছেন। তাঁর সংগ্রামী জীবন ও আত্মত্যাগ বাংলাদেশকে বিশ্বের কাছে একটি স্বতন্ত্র পরিচয় দান করেছে। প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবেন, এই আমার বিশ্বাস।

মুজিব বর্ষ উপলক্ষে নার্সিংও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের কর্মসূচি

জাতির পিতার জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে। বৈশ্বিক করোনা মহামারী স্বত্বেও অধিদপ্তর কর্তৃক মুজিববর্ষ উপলক্ষে গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম সফল ভাবে সম্পন্ন করা হয়।

মুজিববর্ষের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সম্পাদিত কর্মসূচি

১। নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরে জাতির পিতার ম্যুরাল স্থাপন

২। ১৭ই মার্চ ২০২০ তারিখে জাতির জনকের জন্মশত বার্ষিকী উদযাপন

৩। নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর ও এর আওতাধিন সকল নার্সিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুজিব কর্ণার স্থাপন

৪। নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর ও এর আওতাধিন সকল নার্সিং শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে ব্র্যান্ডিং নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একই ডিজাইনের ব্যানার ও সাইনবোর্ড স্থাপন।

৫। নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর ও এর আওতাধিন সকল নার্সিং শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিতকরণ।

৬। নার্স ও মিডওয়াইফদের ইউনিফর্মে মুজিব বর্ষের কোট পিন লাগানো নিশ্চিতকরণ

৭। মুজিব বর্ষ উপলক্ষে স্মরণিকা "চিরঞ্জীব" প্রকাশ

৮। নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরে ডিজিটাল ডিসপ্লে ক্ষণ গণনা ঘড়ি স্থাপন ও ক্ষণ গণনা কার্যক্রম শুরু করা হয়

মুজিব নার্স-মিডওয়াইফ কর্নার

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জীবন ইতিহাস, দেশের মানুষের অধিকার আদায় ও স্বাধীনতার জন্য জাতির পিতার সংগ্রামের ইতিহাস ও স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার ইতিহাস নতুন প্রজন্মের নার্স ও মিডওয়াইফদের জানানোর জন্য নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরে "মুজিব নার্স-মিডওয়াইফ কর্নার" স্থাপন করা হয়েছে। এই কর্নারটিতে বঙ্গবন্ধুর স্মৃতি বিজড়িত বিভিন্ন ছবি দৃষ্টিনন্দন করে সাজানো হয়েছে। বঙ্গবন্ধু অসমাপ্ত আত্মজীবনী সহ বংবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক নানা রকম বই রাখা হয়েছে এই কর্নারে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশে নার্সিং পেশার উন্নয়নে যে বক্তব্য দিয়েছিলেন তা নতুন প্রজন্মের নার্স ও মিডওয়াইফদের জানার জন্য বাঁধাই করে রাখা হয়েছে এই কর্নারে। মুজিব নার্স-মিডওয়াইফ কর্নারে এ দেশের স্বাস্থ্য সেবার অন্যতম চালিকা শক্তি নার্স ও মিডওয়াইফদের কর্মক্ষেত্রের কিছু ছবিও দৃষ্টিনন্দন করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে।

বঙ্গবন্ধুর দূর্লভ কিছু ছবি

নিউইয়র্কে জাতিসংঘের ২৯তম সাধারণ অধিবেশনে বাংলায় ভাষণ দিচ্ছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বিশ্ব দরবারে বাংলা ভাষায় এটিই প্রথম ভাষণ (২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪)।

মুক্ত স্বাধীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (১২ জানুয়ারি, ১৯৭২)।

পাকিস্তানের সামরিক স্বৈরশাসক আইয়ুব খানের 'এবডো' (দি ইলেকটিভ বডি ডিসকোয়ালিফিকেশন অর্ডার) জারির বিরুদ্ধে প্রতিবাদী বক্তব্য দিচ্ছেন শেখ মুজিবুর রহমান (১৯৬২)।

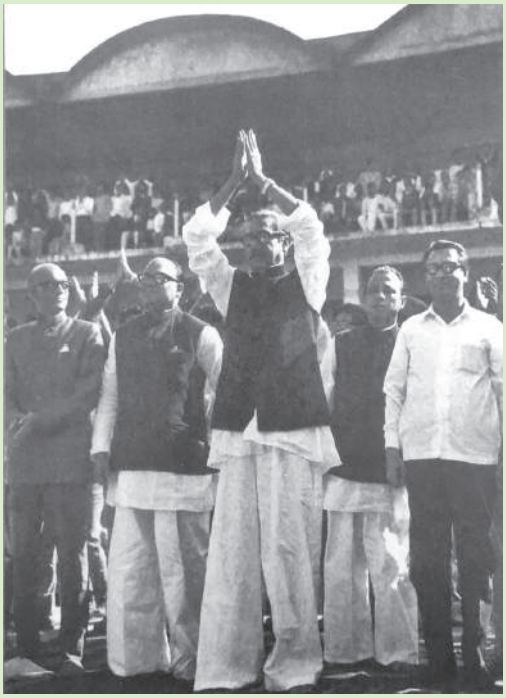

জনতার মাঝে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর সঙ্গে জাতীয় চার নেতা।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার এবং কারামুক্তির পর কন্যা শেখ হাসিনার সঙ্গে হাস্যোজ্জ্বল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, পাশে আছেন বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব ও পুত্র শেখ কামাল (১৯৬৯)।

জয় বাংলা

একটি তর্জনীর গর্জন

মোহাম্মদ আবদুল হাই, পিএএ
উপসচিব
পরিচালক (শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ), নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর

একটি তর্জনী সেদিন ফুটেছিল আকাশে,
একটি তর্জনীর গর্জন সেদিন দেখেছিল বিশ্ব,
একটি তর্জনী সেদিন রচিল ইতিহাসের অমর মহাকাব্য,
একটি তর্জনী সেদিন ভিত নড়ে দিল শোষকের,
একটি তর্জনী সেদিন এক নতুন জাতির উত্থান ঘটায়,
একটি তর্জনী সেদিন জয় বাংলা শ্লোগানে
বাংলাদেশের মুক্তির সূচনা ঘটায় ।

শেখ মুজিবুর রহমান বাঙ্গালী জাতির পিতা,
হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী ইতিহাসের মহানায়ক,
যার তর্জনীর গর্জনে দিশেহারা জাতির মঞ্জিল দিশা ।
যার তরে অকুল সাগরে ভাসমান জাতি খুঁজে পায় তট,
রেসকোর্সের জনসমুদ্র তখন এঁকেছিলো বাংলার পট ।
৭ মার্চ, সাত সমুদ্র তেরো নদী পারের শোষিত মানবতা
দিগ দিগন্তে মহাকাশ সমীরণে শুনেছিল মুক্তির বারতা ।
বজ্রধ্বণি গর্জেছিল, কাঁপছিল সব শয়তান পন্ডিত,
ন্যায়ের কাছে পরাজয় ঘটিয়ে কামিয়াব সত্যের ভিত ।

আজও সেই ধ্বনি ভাসে মহাকাশে ফুৎকারে শোষকে
অন্যায় যেথায় বিহীত তথায় মুক্তি সেথায় সকাশে ।
প্রলয়াবধি বাজবে সে ধ্বনি হুংকারে ঐ তর্জনীর গর্জন,
মুক্তির নেশায় নিপীড়িত জাতি জপবে ৭ মার্চের ভাষণ ।

"রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেবো,
এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাল্লাহ!
এবারের সংগ্রাম, আমাদের মুক্তির সংগ্রাম
এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম: জয় বাংলা ।"

জাতির পিতার শাসনামলে বাংলাদেশে নার্সিং পেশার উন্নয়ন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর শাসনামলে (১৯৭২-১৯৭৫) বাংলাদেশে নার্সিং পেশার উন্নয়নের ভিত্তি রচিত হয়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম গুলি হলো-

- ১৯৭২ সালে তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্থান নার্সিং কাউন্সিল এর নাম পরিবর্তন করে নার্সিং শিক্ষা ও সেবা নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে বাংলাদেশ নার্সিং কাউন্সিল নামে রুপান্তর করা হয়।
- একই বছরে সিনিয়র রেজিষ্টার্ড নার্সিং কোর্সের জন্য কারিকুলাম/পাঠ্যসূচী তৈরী করা হয়।
- একই বছরে বেতন স্কেলসহ হাসপাতালের মেট্রোন ও অধ্যক্ষ নার্সিং স্কুলকে ১ম শ্রেণি ও সিষ্টার টিউটরকে ২য় শ্রেণীর পদ দেয়া হয়।
- জাতির পিতার শাসনামলে নার্সিং পেশার প্রোফেশনাল বডি হিসেবে বাংলাদেশ নার্সেস এ্যাসোসিয়েশন (বিএনএ) প্রতিষ্ঠিত হয়।
- ১৯৭৪ সালে টাংগাইল ও পটুয়াখালিতে ২ টি নার্সিং স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়।
- দেশের নার্সিং শিক্ষা ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে ১৯৭৫ সালে ৩ বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা ইন নার্সিং ও ১ বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারি কোর্স চালু হয়।
- একই সালে নার্সিং স্কুলের নাম বদল করে নার্সিং ট্রেনিং সেন্টার নামকরণ হয়।
- একই বছর পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকাদের প্রশিক্ষক হিসেবে কাজ করার জন্য নার্সদের প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে বিখ্যাত ব্যক্তিদের মূল্যায়ন এবং উদ্ধৃতি।

শেখ মুজিব নিহত হওয়ার খবরে আমি মর্মাহত। তিনি একজন মহান নেতা ছিলেন। তাঁর অনন্য সাধারণ সাহসিকতা এশিয়া ও আফ্রিকার জনগণের জন্য প্রেরণাদায়ক ছিল।

ইন্দিরা গান্ধী
গণপ্রজাতন্ত্রী ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী

আমি হিমালয় দেখিনি, কিন্তু শেখ মুজিবকে দেখেছি। ব্যক্তিত্ব ও সাহসিকতায় তিনি হিমালয়ের মতো।

ফিদেল ক্যাস্ত্রো
গণপ্রজাতন্ত্রী কিউবার সাবেক প্রেসিডেন্ট এবং কিংবদন্তি বিপবী

সহিংস ও কাপুরুষোচিতভাবে বাংলাদেশের জনগণের মাঝ থেকে এমন প্রতিভাবান ও সাহসী নেতৃত্বকে সরিয়ে দেওয়া কী যে মর্মান্তিক ঘটনা! তারপরও বাংলাদেশ এখন বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নে এগিয়ে যাচ্ছে, তাঁরই কন্যার নেতৃত্বে। যুক্তরাষ্ট্র তাঁর সেই স্বপ্ন পূরণে বন্ধু ও সমর্থক হতে পেরে গর্ববোধ করে।

জন কেরি
যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী

বঙ্গবন্ধু সর্বকালের শ্রেষ্ঠ সাহসী নেতা।

প্রণব মুখার্জী
ভারতের সাবেক রাষ্ট্রপতি

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শুধু বাংলাদেশের সম্পত্তি নন। তিনি সমগ্র বাঙালির মুক্তির অগ্রদূত।

মোহাম্মদ হাসনাইন হাইকল
প্রখ্যাত মিশরীয় সাংবাদিক

আপোষহীন সংগ্রামী নেতৃত্ব এবং কুসুমকোমল হৃদয় ছিল মুজিবের চরিত্রের বিশেষত্ব।

ইয়াসির আরাফাত
ফিলিস্তান মুক্তি মোর্চার সাবেক নেতা, নোবেল বিজয়ী

স্বাধীনতার সূবর্ণ জয়ন্তীতে করোনা যোদ্ধা নার্স ও মিডওয়াইফ

আমাদের নার্স ও মিডওয়াইফগণ তাঁদের জীবন বাজি রেখে কোভিড মহামারীতে সম্মুখ সারির যোদ্ধা হিসেবে নিজেদের নিয়োজিত করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্ত রোগীকে সেবা প্রদান করতে গিয়ে কোভিড-১৯-এ আক্রান্ত হয়েছেন অনেক নার্স ও মিডওয়াইফ। করোনা যুদ্ধে আমরা হারিয়েছি দেশের বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে কর্মরত ১৯ জন নার্সকে। স্বাধীনতার সূবর্ণ জয়ন্তীতে করোনা যোদ্ধা সকল নার্স ও মিডওয়াইফগণের প্রতি রইল আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা।

বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রাম ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

ফিরোজা বেগম
উপ-পরিচালক (প্রশাসন ও শিক্ষা), নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর

"স্বাধীনতা তুমি শ্রাবণে অকূল মেঘনার বুক
স্বাধীনতা তুমি পিতার কোমল জায়নামাজের উদার জমিন।
স্বাধীনতা তুমি উঠানে ছড়ানো মায়ের শুভ্র শাড়ির কাঁপন"
-কবি শামসুর রহমান

২৬শে মার্চ, মহান স্বাধীনতা দিবস। বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জন্ম না নিলে আজ আমরা স্বাধীন হতাম না, বাংলাদেশ পেতাম না। আর বাংলাদেশের মাটিতে নার্সিং পেশার সম্মান হতনা।

বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্নের মধ্যে নার্সিং পেশাকে সমাজে সম্মানীয় পেশা হিসেবে গড়ে তোলাও একটি স্বপ্ন ছিল। তাই বাঙালী জাতি তথা নার্সিং সমাজের জন্য এই দিনটি অনন্য সাধারণ একটি দিন। তিরিশ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে এই স্বাধীনতা। জাতির এই গৌরবান্বিত দিনে বঙ্গবন্ধু তার পরিবারের সদস্যদের প্রতি জানাই বিনম্র শ্রদ্ধা।

এ বছর বাঙালি জাতি স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পালন করছে এবং এরই সাথে উদযাপিত হচ্ছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী। বাঙালি জাতি হিসেবে আমাদের জন্য এটা অত্যন্ত গৌরবের।

মার্চ মাস বাঙালি জাতির ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল মাস। ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ বাংলার বুকে জন্মেছিলেন হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৭১ সালের এই মার্চেই বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাঙালি জাতি দীর্ঘ স্বাধীনতা যুদ্ধের চূড়ান্ত পর্বে উপনীত হয়। ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে প্রদত্ত মহাকাব্যিক ভাষণে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের মহানায়ক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা তথা জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের ঘোষণা দেন। ২৫ মার্চ কালরাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী স্বাধিকারের দাবিতে জেগে ওঠা নিরীহ বাঙালির ওপর চালায় নির্মম হত্যাযজ্ঞ। এরপর বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে স্বাধীনতাকামি বাঙালি জাতিকে নিশ্চুপ রাখতে চায় হানাদার বাহিনী। বাংলার মা-বোনদের সম্ভ্রম নষ্ট করতে এবং মুক্তিকামি মানুষকে হত্যা-অত্যাচার করে রক্তলিলায় মেতে উঠে পাক হানাদাররা। কিন্তু বীর জাতিকে কেউ ভয় দেখিয়ে, অত্যাচার করে দমিয়ে রাখতে পারেনা। জাতির পিতার নির্দেশ মতো বাংলার মানুষ মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পরে। দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ি যুদ্ধের পর আসে বিজয়।

আমাদের এই দেশটির স্বপ্নদ্রষ্টা হলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বঙ্গবন্ধু সদ্য স্বাধীন দেশে মাত্র সাড়ে তিন বছর দেশ পরিচালনার সুযোগ পেয়েছিলেন। তার মধ্যে তিনি বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। বাস্তবায়ন করেছিলেন অনেক অসাধ্য কর্মসূচির। একটি দেশ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য, বাঙালির হাজার বছরের লালিত স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য, মুক্তিযুদ্ধের চেতনানির্ভর একটি সময়োপোযোগী আধুনিক রাষ্ট্র গঠনের জন্য সম্ভাব্য সব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। একটি রাষ্ট্রের জন্য প্রয়োজনীয় এমন কোনো বিষয় নেই যে তিনি স্পর্শহীন রেখেছেন। রেখে গেছেন বাংলাদেশের সব উন্নয়নের শক্ত ভিত। বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়নের মূল ভিত্তি গড়ে দিয়েছিলেন জাতির পিতা। সরকারি চিকিৎসাব্যবস্থাকে জনগণের দোরগোড়ায় নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে প্রতি থানায় একটি করে হাসপাতাল নির্মাণের উদ্যোগ নেন তিনি। দেশে নতুন নতুন হাসপাতাল গড়ে তোলা, চিকিৎসা শিক্ষা ও নার্সিং শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি, ওষুধের মানসম্মত উৎপাদন ও দেশকে ওষুধে স্বনির্ভর করাসহ স্বাস্থ্য খাতে নানামুখি উন্নয়ন সাধন করেন তিনি। বাংলাদেশের নার্সিং পেশার আজকের যে অগ্রগতি তা প্রকৃতপক্ষে বঙ্গবন্ধুর দেখানো পথেই করেছেন তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। নার্সিং পেশার মান বৃদ্ধি, উচ্চশিক্ষিত নারীদের নার্সিং কোর্সে ভর্তি, নার্সিং পেশার উন্নয়নে একটি আধুনিক প্ল্যান প্রণয়নের উদ্যোগ নিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু।

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীতে ও বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তিতে বঙ্গবন্ধু, তাঁর পরিবারের সদস্যবৃন্দ ও মুক্তিযুদ্ধের সকল শহীদদের প্রতি জানাই গভীর শ্রদ্ধা। কিংবদন্তি বাঙালি কবি ও প্রাবন্ধিক অন্নদাশঙ্কর রায়ের সুরে সুর মিলিয়ে বলতে চাই-

'যতকাল রবে পদ্মা যমুনা গৌরী মেঘনা বহমান
ততকাল রবে কীর্তি তোমার শেখ মুজিবুর রহমান'

স্বাধীনতা

নাসরিন খানম
উপ-পরিচালক (অর্থ), ডিজিএনএম

স্বাধীনতা তুমি বঞ্চিত, লাঞ্চিত
নিপীড়িত জাতীর দুঃখ লাঘবের বলিষ্ঠ কণ্ঠ
স্বাধীনতা তুমি নারী পুরুষের
কাঁধে কাঁধ রেখে কাজ করার উদ্দীপনা

স্বাধীনতা তুমি নতুন প্রজন্মের
আলোর দিশারী; প্রেরণা ।

স্বাধীনতা তুমি শ্রমজীবি
মানুষের কথা বলার অধিকার ।
স্বাধীনতা তুমি নারীর
নির্ভয়ে পথ চলার সাথী ।
স্বাধীনতা তুমি ছিন্নমুল পথকলি
কিশোর কিশোরীর অধিকার
সংরক্ষণে সাহসী কণ্ঠ ।
স্বাধীনতা তুমি দূর্নীতি মুক্ত
সোনার বাংলা গড়ার দৃঢ় প্রত্যয় ।

তুমি লাল সবুজের পতাকা ।।

রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু

মোছা: ফরিদা ইয়াসমিন

ডিজিএনএম, মহাখালী, ঢাকা।

১৯৭১ সালের ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের বজ্রকণ্ঠের ভাষণ বাংলার প্রতিটিমানুষের প্রাণ সঞ্চার করেছিল বলে আমরা আজ স্বাধীন বাংলায় বসবাস করছি এবং কলম ধরে স্বাধিন ভাবে কিছু লিখতে পারছি।

বঙ্গবন্ধুর মানুষের প্রতি যে কৃতজ্ঞতাবোধ, বিষয় ও প্রগাঢ. ভালোবাসায় তাঁর ভাষণের প্রতিটি নির্দেশ বাংগালী জাতি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে বলেই আমারা স্বাথীনতা পেয়েছি। বঙ্গবন্ধু সুদীর্ঘ ২৩ টি বছর সকলকে ধরে প্রস্তুত করেছিল এবং বাংলার মানুষকে স্বাধীনতার দ্বারপ্রান্তে পৌছেছিল।

১ হাজার ১০৮ টি শব্দ সম্বলিত প্রায় ১৯ মিনিটের রেসকোর্স ময়দানে সেই বক্তব্য মুক্তি সংগ্রামের রূপরেখা ও আত্মত্যাগের নির্দেশ ছিল। বাংগালী জাতি সেদিন স্বপথ নিয়েছিল। সাড়ে সাত কোটি মানুষের নির্যাতন, শোষণ, নিপিড়ন থেকে মুক্ত করার।

এ দিন এক গণঅভূত্থান সুষ্টি হয়েছিল, বয়স, ধম, বর্ণ পেশা, মর্যাদা পোশাক পরিচ্ছেদ ও শ্রেণীগত কোন ভেদাভেদ ছিল না। ছিল শুধু হাতে বাশের লঠি, কন্ঠে শোগান আর অন্তরের অর্ন্তস্থলে লালিত স্বাধীনতার স্বপ্ন।

মুক্তিকামী মানুষেরা তন্ময় হয়ে বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম ভাষন ও শোগান শুনেছিল ও মনেপ্রানে বিশ্বার করে রক্ত দেওয়ার জন্য যুদ্ধে ঝাপিয়ে পরেছিল। বজ্রজন্ঠের সেই আওয়াজ মনটা ভরে যায় "এবারের সংগ্রাম স্বাধিনতার সংগ্রাম- রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরও দেব। বাংলার মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনসালাহ"। নির্দেশন ছিল তোমাদের যা আছে তাই নড়ো, ঘরে ঘরে দূর্গ গড়ে তোল। কিবলিষ্ঠ লিডারসিপ। অতুলনীয় এবং সবার জন্য অতুলনীয়। দুরদর্শিতা ও বিচক্ষণতার সাথে নেয়া সকল সিদ্ধান্ত ও প্রতিজ্ঞা সফলতার চাবিকাঠি, এই রেসকোর্স ময়দানের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানে ভাষণই তার জ্বলন্ত প্রমান।

নার্স হিসেবে আমরা সব সময় Evidance Based Nursing করতে অভ্যস্ত। কারণ তা রোগীর কল্যাণ বহন করে। জাতি হিসেবে আমরা বঙ্গবন্ধুর পদাঙ্ক অনুরণ করতে তাঁর চিরন্তন বানীগুলো থেকে শিক্ষা গ্রহণ করলে আমরা আমাদের সেবার মান উন্নয়নের পাশাপাশি নিজেদের মর্যদাও উত্তর উত্তর বৃদ্ধি করতে পারবো। জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্যতা বাড়বে রোগীর সেবায় ডাক্তার নার্সে মধ্যে সহমর্মিতা ও সহযোগীতা বৃদ্ধি পাবে। সর্বপরি মানসম্মত সেবা প্রদান করে সেবার মান উন্নয়নের অঙ্গিকার করা হবে আমাদের মহান নেতার পরিকল্পনা ক্ষুধা মুক্ত, রোগমুক্ত শোষণমুক্ত সোনার বংলা গড়ার প্রত্যয় বাস্তবায়ন।

বঙ্গবন্ধুর অবিস্মরণীয় বাণী

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিভিন্ন সময়ে স্থান, কাল, পাত্র অনুযায়ী বিভিন্ন জায়গায় যে কালজয়ী ভাষণ দিয়েছেন উক্ত ভাষণ থেকে কিছু গুরত্বপূর্ণ বাণী দেওয়া হলো:

১৬ জুন ১৯৫৬

"আত্মসমালোচনা না করলে আত্মশুদ্ধি করা যায় না"

ছয় দফা প্রশ্ন গণসংযোগ সফরে -১১ এপ্রিল ১৯৬৬

"জেল বহুবার দেখিয়াছি, বুলেটের আঘাতও পরীক্ষা করিয়া দেখিতে প্রস্তুত"

১৮ মার্চ ১৯৭১

"আমার মাথা কেনার শক্তি কারো নেই। বাংলার মানুষের সঙ্গে শহীদের রক্তের সঙ্গে আমি বেঈমানি করতে পারবো না।"

"কোন ষড়যন্ত্রই আমাদের দাবিয়ে রাখতে পারবে না। আমরা রক্ত দিয়েছি, প্রয়োজন হলে আরো রক্ত দেবো।"

"আমি আমার বুকের শেষ বিন্দু রক্ত দিয়ে হলেও বাঙ্গালীকে মুক্ত করবো বাংলাকে স্বাধীন করে ছাড়বো।"

১৯ মার্চ ১৯৭১

"আগামী বংশধরদের জন্যে একটি স্বাধীন আবাসভূমি রেখে যাবো যাতে করে তাদেরকে যেন পরাধীন ভূমিতে না থাকতে হয়। তাদেরকে একটি স্বাধীন ভূমিতে রেখে যাবো ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সহায় আছেন।"

মার্চ ১৯৭১

"কোন জাতির পক্ষে আত্মদান ও শৃঙ্খলা ছাড়া সমৃদ্ধি অর্জন সম্ভব নয়।"

২১ মার্চ ১৯৭১ একটি লিখিত বাণীতে বলেন বঙ্গবন্ধু:

"লক্ষ্য অর্জনের জন্য যেকোন ত্যাগ স্বীকারে আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে । ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তুলতে হবে প্রতিরোধের দুর্গ। আমাদের দাবি ন্যায়সঙ্গত। তাই সাফল্য আমাদের সুনিশ্চিত।" জয়বাংলা।

২১ মার্চ ১৯৭১

"একটি ঐক্যবদ্ধ জাতিকে বেয়নেট ও বুলেট দিয়ে দাবিয়ে রাখা যাবে না।"

২৩ মার্চ ১৯৭১ বঙ্গবন্ধু ভবনে সমাগত অগনিত মিছিলের উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধু:

"বাংলার দাবির প্রশ্নে কোন আপোষ নাই।"

২৬ মার্চ রাত সোয়া একটায় ইপিআর-এর ওয়ারলেস সেটে এই মেসেজ ধরা পড়ে।

"আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন। এই আমার শেষ কথা। যে যেখানেই থাকুন না কেন সকলের প্রতি আমার আবেদন রইল যার কাছে যা আছে তাই নিয়ে দখলদার বাহিনীর মোকাবিলা করুন এবং বাংলার মাটি থেকে পাক দখলদার বাহিনীকে সমূলে উৎখাত করে চূড়ান্ত বিজয় না হওয়া পর্যন্ত লড়ে যান। আল্লাহ আমাদের সহায়।" **জয় বাংলা। -**

স্বাধীনতা ঘোষনার বাংলা অনুবাদ।

১লা ফেব্রুয়ারী ১৯৭২

"নিজ হাতে সোনার বাংলা গড়ে তুলুন"।

মুজিববাহিনীর অস্ত্র সমর্পন অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধুর আহ্বান। প্রয়োজনে প্রাণ দিয়ে স্বাধীনতা রক্ষা করব।"

১৯ জুন ১৯৭৩

"মহিলাদের সমান সুযোগ দিতে হবে"

Source:https://bangabandhumuseum.org.bd/en/page/15/Exhibition-Gallery retrived February 2020

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

স্বাধীনতার ৫০ বছর

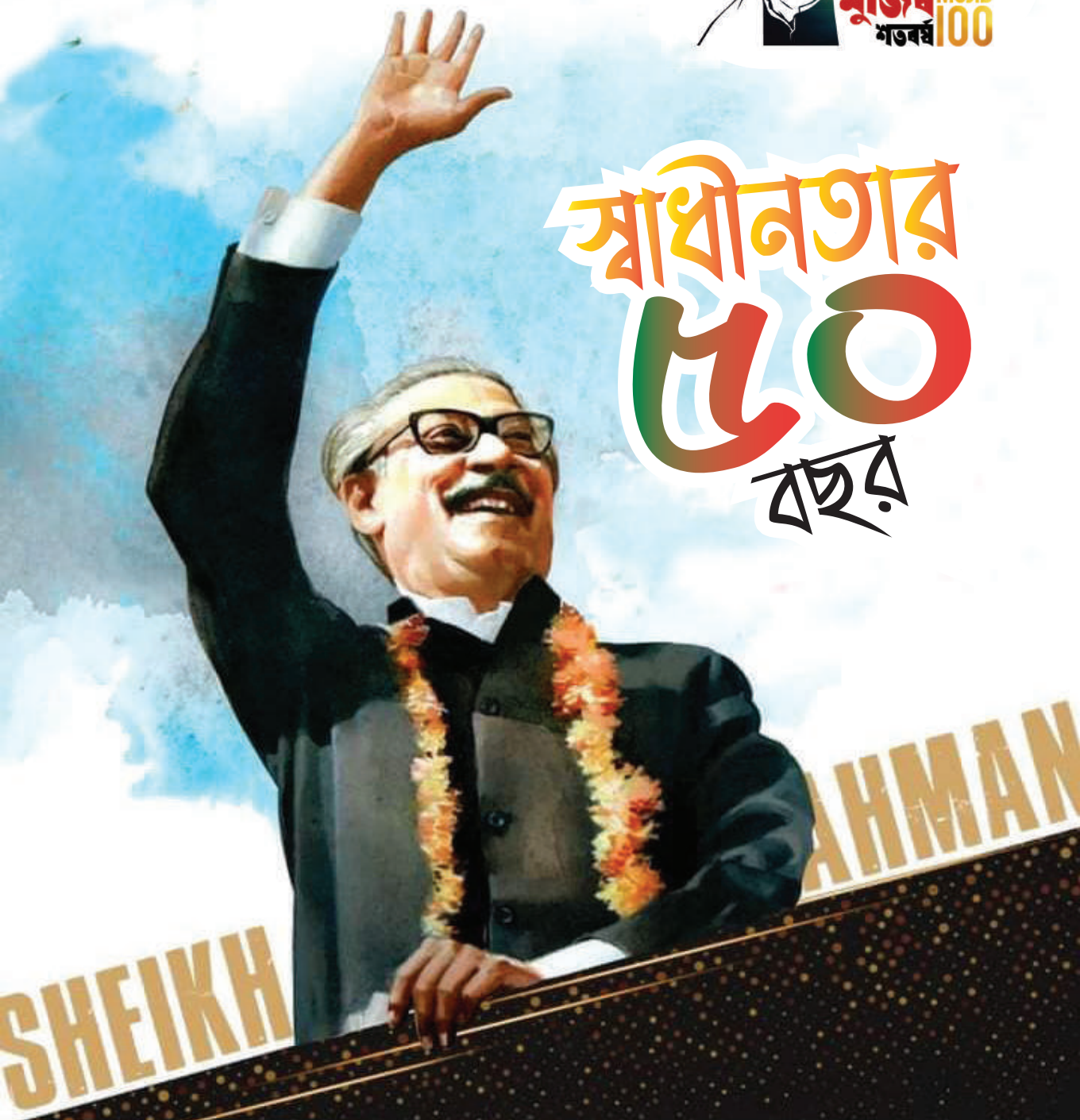

নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর